প্রথম আলো

তারিখ 3 JUN 2009
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

খাগড়াছড়িতে বিস্কুট খাওয়া শিক্ষার্থীরা সুস্থ, তদন্ত কমিটি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ●

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) সরবরাহ করা বিস্কুট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা এখন সুস্থ আছে বলে জানা গেছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সব শিক্ষার্থীকে গত সোমবার সন্ধ্যার আগে ছেড়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফেরার পর রাতে বমি ও পাতলা পায়খানা করায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনজনকে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে ঘটনা তদন্তে একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে ডব্লিউএফপি।

সকাল নয়টায় লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, লক্ষ্মীছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র কাসমকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। পাশে বসা তার মা হালেমা বেগম বলেন, 'রাত তিনটার দিকে বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। সকালে হাসপাতালে এনে ভর্তি করাই।'

সরকারের তদন্ত কমিটি গঠন

এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, খাগড়াছড়িতে বিস্কুট খেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা তদন্তে সরকার গতকাল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকাসহ সমগ্র দেশবাসীকে এ ব্যাপারে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বক্তব্য: খাগড়াছড়িতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ডব্লিউএফপি) বিস্কুট খেয়ে শিশুদের অসুস্থ হওয়ার ঘটনা তদন্তে একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে সংস্থাটি। বিস্কুটগুলো পরীক্ষার জন্য তারা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) ও থাইল্যান্ডের ব্যাংককে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে বিসিএসআইআরের প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কাল বৃহস্পতিবার। এর পরই তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। গতকাল মঙ্গলবার সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

ডব্লিউএফপির বাংলাদেশের প্রতিনিধি জন আইলিফ বলেন, বিস্কুট খেয়ে শিশুদের অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কার ব্যাপারটিকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি।